بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৫ কার্তিক ১৪২১
৩০ অক্টোবর ২০১৪

বাণী

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ খাতে বিগত পাঁচ বছরে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিদ্যুৎখাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের উল্লেখ রয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, ...।" আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার অর্থনৈতিক বিকাশে জীবনশক্তি বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। তারই ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎখাতে বিগত ৫ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা এ স্বল্প সময়ে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মানুষ এবং অর্থনীতি বিদ্যুৎ বৃদ্ধির সুবিধা ভোগ করছে। এজন্য আমি সরকার প্রধানের দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানাই এবং বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি জেনেছি বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘন্টায় দাঁড়িয়েছে এবং শতকরা ৬৮ ভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। এ সাফল্য বিদ্যুৎখাতের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অর্জিত হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের উন্নয়নে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সকল পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতি তথা মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিগত ৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতের সাফল্য বিষয়ক প্রকাশনাটির সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ কার্তিক ১৪২১
৬ নভেম্বর ২০১৪

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগের গত ৫ বছরের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

'বিদ্যুৎ' অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত। রূপকল্প-২০২১-এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের মূল লক্ষ্য যৌক্তিক মূল্যে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা সকল শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দেওয়া। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রিড বহির্ভূত এলাকায় বসানো হচ্ছে হোম সোলার সিস্টেম।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াট চাহিদা নির্ধারণ করে বর্তমান সরকার এখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নে ইতোমধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ বেজ-লোড চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। আরও ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার এবং বিগত ৫ বছরে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

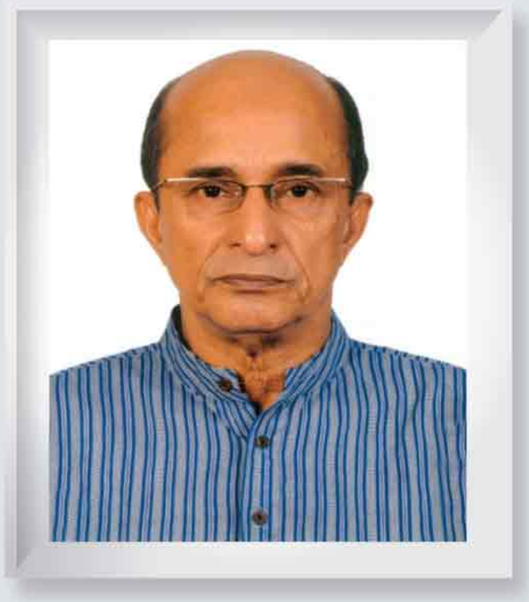

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে বিদ্যুতায়নের সুফল সারাদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং সবার জন্য বিদ্যুৎ আজ বাস্তবতার দার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ৪৬ লক্ষ নূতন গ্রাহক সংযোগ পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো অতি দ্রুততার সাথে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আইপিপি ও পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এবং গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, কয়লাভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম চালুকরণসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, সাসটেইনেবল এ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) গঠন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কার্যক্রম গ্রহণ, ইত্যাদি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জি-টু-জি সহযোগিতার মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বৃহৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিদ্যুৎ খাতের বিগত পাঁচ বছরের অনন্য সাফল্য তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রকাশিত প্রতিবেদন একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হয়ে থাকবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ, বিগত ৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জনের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথা 'ভিশন-২০২১' এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ শক্তি সবচেয়ে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০০৯-১০ সালে সৃষ্ট বিশ্ব মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ ছিল যৌক্তিক মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি। দেশের এই অনন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এবং দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে প্রণীত 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০' অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকির জন্য Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) নামে একক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং লোড নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যপী প্রি-পেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতি চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্বাচনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। অন-লাইনের মাধ্যমে নতুন সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নেও নেয়া হয়েছে বিশেষ কার্যক্রম।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের তথাদি এ প্রতিবেদনটিতে সংযোজিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, উৎসাহী গবেষক এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের এ প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

আমি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নসরুল হামিদ)

মনোয়ার ইসলাম
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

মুখবন্ধ

'বিদ্যুৎ' সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। প্রায় সকল পর্যায়ের পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও সেবা নির্ভর করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উপর। দেশের জনগণের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের জীবনশক্তি হল বিদ্যুৎ ও জ্বালানির যথাযথ সরবরাহ। সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ (ক্যাপটিভ ও সোলার ব্যতীত) মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। প্রায় ৭ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন এবং ৫ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হলে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে এবং জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনায় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯,৫৩৬ সার্কিট কিলোমিটার। ২০০৯ সাল থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ২,৬০,০০০ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৩,০৩,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রণীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অফ গ্রীড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ৩৩ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যা একটি মাইলফলক অর্জন হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৪০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সমন্বিত বিদ্যুৎ বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৪৬ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভূক্ত জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৮ ভাগ। ২০০৮ সালের শেষে এ হার ছিল শতকরা ৪৭ ভাগ। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুতের সিস্টেম লস শতকরা ১৮.৪৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.১৩ ভাগ হয়েছে।

দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে জ্বালানি বহুমুখীকরণসহ মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অন-লাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ ধারা অব্যাহত রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের যথাযথ ভূমিকা পালনে আমরা বদ্ধ পরিকর।

(মনোয়ার ইসলাম)